দৈনিক বাংলা

তারিখ 22/3/80
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

002

মহাস্থানগড় নিয়ে এশীয় পণ্ডিতরা পরীক্ষা চালাবেন

ব্যাংকক, ২১শে মার্চ (বাসস)।— এ অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বিকাশ ও লেনদেন বাংলাদেশের মহাস্থানসহ এশিয়ার ১৮টি 'ঐতিহাসিক' নগরীর ভূমিকা সম্পর্কে এশীয় পন্ডিতরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন। ইউনেস্কোর আঞ্চলিক এশিয়া ও ওসানিয়া দফতর থেকে সম্প্রতি একথা ঘোষণা করা হয়।

ইউনেস্কোর এক সমীক্ষামূলক কার্যক্রমের অধীনে এই পন্ডিতরা গবেষণার উন্নত কলাকৌশল অবলম্বন করে এসব নগরীর ক্ষেত্রবিশেষে উৎস, বিকাশ, পরিবর্তন, ক্ষয় ও বিনাশ অথবা অদ্যাবধি অস্তিত্ব রক্ষা কিংবা বর্তমান কাঠামোয় পুনরুজ্জীবনের ইতিবৃত্ত পরীক্ষা করবেন।

অন্যান্য নগরী ও সংস্কৃতির সঙ্গে এসব নগরীর সংমিশ্রণ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই

(শেষ পৃঃ ৯—এর কঃ দ্রঃ)

পরীক্ষা চালাবেন

(১ম পৃঃ পর)

সমীক্ষা কার্যক্রমে প্রধানত নগরীগুলির ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির ওপর আলোকপাত করা হবে।

ইউনেস্কোর এই সমীক্ষা কার্যক্রমে মহাস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করার অন্যতম কারণ হচ্ছে, এই প্রাচীন নগরীর দুর্গপ্রাচীর ও ফটকের কিছু কিছু অংশ খননের মাধ্যমে উদ্ধার করা হলেও এখনও সমঅংশই অপরীক্ষিত রয়েছে। এ নগরে বৌদ্ধ সভ্যতার গোড়ার দিকের নিদর্শন সংবলিত বহু স্থান রয়েছে এবং সেদিক থেকে উপমহাদেশের আদি-হিমালয় অঞ্চলের অন্যান্য নগরীর সঙ্গে এর অনেক সাদৃশ্য রয়েছে, যা তুলনামূলক সমীক্ষার জন্যে খুবই উপযুক্ত।

সপ্তদশ শতকের চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে এজাতীয় সমীক্ষার উপাদান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।